সমীক্ষা চালিয়েছিল। জানা গিয়েছিল, বাইশ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করে এই দিনটা, আমাদের এই দেশে। এই অঙ্ক যে হাজারে হাজারে বেড়ে বাহারে বাহারে করছে প্রতি বছর, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দিনটাকে ঘিরে আশা-আকাঙ্ক্ষা যে কোন পর্যায়ে গিয়েছে তার কিছু 'মিষ্টি' নমুনাও পাওয়া গিয়েছিল ওই সমীক্ষায়। দশ জন মহিলার মধ্যে সাতজনই বলেছিলেন, ভি ডে-তে বয়ফ্রেন্ডের থেকে কোনও গিফট না পেলে সম্পর্কটাই ভেঙে দেবেন!

এখন শহরে-মফস্‌সলে যে মেলাগুলো চলছে, তাতে দেখবেন লাভব্যান্ডের খুব চাহিদা। পুঁতিতে অক্ষর খোদাই করা। প্রেমিক প্রেমিকার নামের অক্ষর-সুতো দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যান্ড। বেশ করেছি, প্রেম করেছি, করবই তো। কত শো শতাংশ লাভ করেন, তা ব্যান্ডওয়ালাই জানেন। যে কোনও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে দেখুন, অনলাইন শপিং পোর্টাল খুলে দেখুন, ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে ভ্যালেন্টাইন জোন। বেশ কিছু খবরের কাগজের প্রথম পাতাতেও এখন শুধু ভ্যালেন্টাইন আর ভ্যালেন্টাইন। মেয়েটি চোখ বুজে রয়েছে। ছেলেটি পিছন থেকে তাঁর গলায় পরিয়ে দিচ্ছে দামি হিরের হার। বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে, আপনার প্রেম হোক হিরের মতো পবিত্র ও দামি। বড় বড় রিসর্ট মোহময়ী হাতছানি দিচ্ছে যুগলকে। ভ্যালেন্টাইন গেটওয়ে। আনলিমিটেড এনজয়মেন্ট, স্টার্টিং ফ্রম সাড়ে সাত হাজার টাকা প্লাস ট্যাক্সেস। পাশে বড় বড় করে লেখা, আপনার সম্পর্ককে ফ্যাবিউলাস আর সিজলিং করে তুলতে এই চার্জেস আর লাইক পি নাটস। পেটে খিদে, মুখে লাজ নিয়েও জনতা মজছে তাতেই। তোমায় ক্যাশমাঝারে রাখব, যেতে দেব না। আমি কতটা নিঃস্ব, জানে শুধু আমার ক্রেডিট কার্ড। সম্পর্কের বাঁধনটাকে টাকা দিয়ে মুড়ে দিতে, জমিয়ে ব্যবসা করতে এর থেকে ভালো উপলক্ষ তো আর নেই। এ সবের ভিড়ে সন্ত ভ্যালেন্টাইন মুখ লুকিয়েছেন অনেকদিন আগেই। পড়ে রয়েছে বার কোড আর প্রাইস ট্যাগ, ছাই মাখা।

অথচ এইসব প্রগলভ হাতছানি থেকে একটু চোখ সরিয়ে যদি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা যায়, তাহলে দেখি ১৪ ফেব্রুয়ারি যে ভালোবাসার কথা বলে, তা তো বিশ্বজনীন। এ শুধু নারী-পুরুষের প্রেমসিক্ত, কামসিক্ত ভালোবাসা নয়। সন্ত ভ্যালেন্টাইনের গল্প তো আসলে মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে। জীবে প্রেম করে যেইজন বলতে আমরা যা বুঝি, এও ঠিক তাই। সন্ত চিকিৎসা করে যে মেয়েটির দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তা আসলে ভালোবাসাই তো। শুনতে হয়তো অবাক লাগতে পারে, কিন্তু আজকের সময়ে, যখন ডাক্তার-রোগীর সম্পর্ক তলানিতে, হাসপাতাল কাঠগড়ায় উঠছে বারবার, নার্সিং হোমের ইউনিট হেড-এর থেকে বড় মাস্তান আর কেউ হচ্ছেন না, তখন সন্ত ভ্যালেন্টাইনের কথা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। সন্তের কথা মনে পড়ে যখন দেখি রেলস্টেশনের পাশে ট্রেনের ধাক্কায় কাটা পা নিয়ে ছটফট করেন আমাদেরই এক সহনাগরিক, আর আমরা তাঁর দিকে হাত না বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিই সারি সারি ক্যামেরার লেন্স। গড়ে তুলি মেগাপিক্সেলের আবরণ। স্কুলেরই এক উঁচু ক্লাসের দিদি তার থেকে অনেক ছোট ভাইকে কুপিয়ে খুন করে দেয়, শুধু এটা ঘটলে স্কুল ছুটি হয়ে যাবে বলে। পাশের বাড়ির মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে পাড়ার অমুকদা, বন্ধুবান্ধব সমেত। সেই ঘটনার ভিডিয়ো করে ফেসবুকে ছেড়ে দেয়। হয়তো লাইক গোনে। প্রেমিককে দিয়ে বরকে কোপানোর সময় ফোনে লাইভ আর্তনাদ শোনে তার বউ। বাইক দুর্ঘটনায় রাস্তার ডিভাইডারের উপরে পড়ে থেকে খাবি খায় যে ছেলেটা, তার পাশে পুলিশের গাড়ি এসে রগড় দেখে। হাসপাতালে নিয়ে যায় না, কারণ রক্তের দাগে গাড়ির সিট নষ্ট হয়ে যাবে। সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে বৃদ্ধা মাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয় সুপুত্র। শীতের রাত্রে ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে যান বৃদ্ধা। এঁরাই আবার ভ্যালেন্টাইন ডে-তে গোলাপ দেন। ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ভালোবাসার কথা বলেন। এই কথাগুলো কি সন্তের কানে পৌঁছয় আদৌ? জানি না।

অথচ দেখুন, ক্রমশ সেজে উঠছে আমাদের মন। মাঝে আর মাত্র দু'টো দিন। কাউন্টডাউন তো শুরু হয়ে গিয়েছে কবে থেকেই। প্রতিবার যেমন হয়, এবারও তেমন হবে। চন্দ্রবিন্দুর গানে ছিল, 'তন্ত্র সামপ্লেস এলস-এ, কে লীলাখেলা খেলসে, কে ম্যাট্রিক ফেল সে ব্রহ্মা জানেন'। লীলাখেলার কম্পিটিশনে মাতব আমরা, মাতোয়ারা হব। নাইটক্লাবে উদ্দাম নেচে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করতে করতে, হট প্যান্টকে বাইকে বসিয়ে বেপরোয়া গাড়ি চালাব। বেবি ডল। বেবি ডল। ফুটপাথ বদল করব মধ্যরাতে। রক্ত। যাওয়ার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাব। আর যারা বহু চেষ্টা করে এবারেও জোটাতে পারলাম না, তারা আত্মগ্লানিতে ভুগব। আবারও বসন্ত গেল। এবারও হল না গান। কারও কারও মনে পড়ে যাবে তামান্না কিংবা রিয়া কিংবা মোনালিসার কথা। আই ফর অ্যান আই। বদলা চাই, বদলা। বাথরুম পরিষ্কার করার অ্যাসিডের শিশিটা কোথায় গেল? কি সহজে 'না' বলতে পারো তাই না? 'পাঁজরে বিঁধছে যে আলপিন'। কাল তো তুই বেরোবিই কলেজে-স্কুলে-অফিসে। আয়নায় নিজের সোনামুখটা দেখে নে শেষবারের মতো। আমি হয়তো টুকরো খবর হব, পাতার এককোণে। তুই জ্বলবি জীবনভর। হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, পাশ্চাত্যের কোনও সংস্কৃতি যখন আমদানি করে আস্তে আস্তে হজম করতে শিখি আমরা, তখন ও দেশের মানুষরা ওই ব্যাপারটি নিয়ে অলরেডি জাবর কাটছেন! এই লেখাটি লেখার আগে মার্কিনিদের বেশকিছু ব্লগ পড়লাম। বুঝলাম, এই ভ্যালেন্টাইন ডে-র অতি বাণিজ্যিকীকরণের ফলে অনেকেই এর থেকে ক্রমশ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা থাকলেও চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি তাঁরা স্রোতের সঙ্গে গা ভাসাতে চাইছেন না। দিনটা কাটাচ্ছেন একা। আর যাঁদের কপালে এখনও বয়ফ্রেন্ড কিংবা গার্লফ্রেন্ড জোটেনি, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছেন আনন্দে। একজন ব্লগার তো একা থাকার যাবতীয় সু-গুণ ফলাও করে লিখেছেন তাঁর ব্লগে। তাঁর কথায়, 'এই দিনটা আমার কাছে সিঙ্গলস অ্যাওয়ারনেস ডে। দিনগত পাপক্ষয় নেই, কোনও কিছু নিয়েই কমপ্রোমাইজ নেই, রেস্তোরাঁয় গিয়ে অর্ডার করা নিয়ে মন কষাকষি নেই, টিভি রিমোট নিয়ে ঝগড়া নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা, পুরো বিছানাটাই আমার। তোমার নিকুচি করেছে, গার্লফ্রেন্ড।' এরপরে তিনি হিসেব দিয়েছেন, প্রেমিকা না থাকার ফলে তাঁর বছরে কত ডলার বাঁচছে। হিসেব যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে তিন বছর বান্ধবী না থাকলে একটা চকচকে গাড়ি হয়।

প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা থাকলেও চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি তাঁরা স্রোতের সঙ্গে গা ভাসাতে চাইছেন না। দিনটা কাটাচ্ছেন একা। আর যাঁদের কপালে এখনও বয়ফ্রেন্ড কিংবা গার্লফ্রেন্ড জোটেনি, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছেন আনন্দে

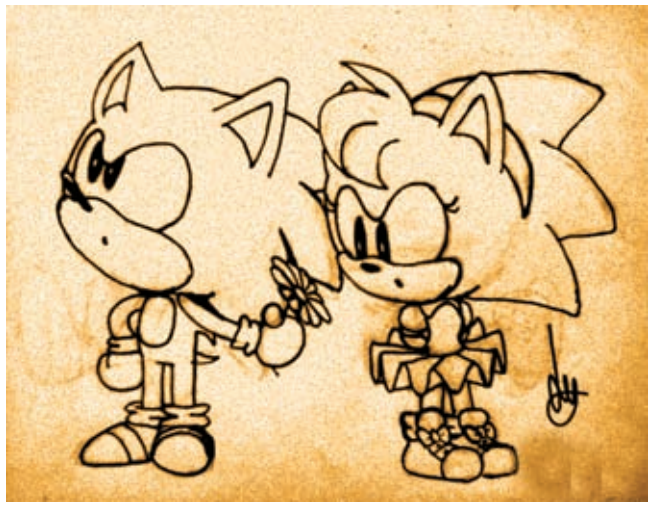

সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকেই নব্বইয়ের দশকে অর্থনীতির দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে আমাদের এই দেশে ভ্যালেন্টাইন ডে যাপনের বীজ খুঁজে পান। একটা বিদেশি মিউজিক চ্যানেল ভালোবাসার আগ্রাসী চারাগাছটা তখনকার কলেজ ছাত্রছাত্রীদের ব্রেনে পেরেক দিয়ে গেঁথে দিতে সফল হয়েছিল অনেকটাই। আমরাও আরও একটা হুজুগ খুঁজে পাচ্ছিলাম। বহুজাতিক সংস্থাগুলোও বুঝে গিয়েছিল, এই টোপটা তখনকার নব্বই কোটির দেশের পুকুরে একবার ফেলে দিতে পারলে ফাতনা নড়তে বাধ্য। তারা পুরোপুরি সফল। কব্জি ডুবিয়ে লাভ করেছেন, আজও করে যাচ্ছেন। তবে গোলাপের সঙ্গে কাঁটাও দেখতে হয়েছে দেশকে। হিন্দুত্বের জিগির তুলে, দিনটাকে বয়কট করার চেষ্টা হয়েছে। বিরোধীদের প্রথম সারিতে ছিল শিবসেনা। বাল ঠাকরের পর উদ্ধব ঠাকরেও একইভাবে গলা চড়িয়ে চোদ্দই ফেব্রুয়ারির বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে আসছেন। তবে শুধু শিবসেনা নয়, বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শ্রীরাম সেনা, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ – এরাও এই তালে গলা মিলিয়েছে বার বার। হুমকি, ধরপাকড়, উত্তম মধ্যম, গিফটশপ ভাঙচুর, কিছু বাদ যায়নি। শ্রীরাম সেনার প্রমোদ মুথালিক তো বিধান দিয়েই দিয়েছিলেন – চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি যদি কোনও কপোত-কপোতীকে ধরা হয়, তাহলে ঘাড় ধরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। আর তারা যদি বিয়েতে রাজি না হয়, তাহলে মেয়েটা ছেলেটাকে রাখি পরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ফি বছর প্রচুর পচা টমাটোর 'গতি' করে, প্রেম দিনে যুগল দেখলে। বিল বোর্ড টাঙায় – হাত ধরা নিষেধ। শিবসেনা একবার হুমকি দিয়েছিল, প্রকাশ্যে ভালোবাসতে দেখা গেলেই ফটো তুলে বাপ-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আর এক কাঠি এগিয়ে, আরএসএস-র এক নেতা তো ধর্ষণ, অবৈধ সন্তান আর মেয়েদের উপর অত্যাচারের জন্য সরাসরি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমদানির উপর বোমা দেগেছিলেন। দায়ী করেছিলেন ভ্যালেন্টাইন ডে-কেও।

যা খুশি ওরা বলে বলুক। ওদের কথায় কী আসে যায়। একটা কথা বলে এই লেখা শেষ করি। আমাদের মগজে কার্ফু। প্রেম করা অপরাধ নয়। প্রেমকে উপলক্ষ করে একটা দিন হুজুগে মাতাটাও খারাপ কিছু নয়। বড় বেরঙিন আজকাল। মন রং লাগুক। তবে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি বললেই যে সন্তের নাম নিই আমরা, তাঁর দেখানো পথের শুধু মোড়কটা না চেখে যদি অন্দরের, অন্তরের উপাদানটাও দেখতে পারতাম তবে কাজের কাজ হত। নিজের উপকার তো হতই, দশের, দেশেরও হত। দু'দিন পরে যাঁরা পার্কে, নাইটক্লাবে, ডিস্কো থেকে কাটাবেন, তাঁদের জন্য জোড়া শুভেচ্ছা রইল। জয়যাত্রায় যাও হে। যাঁরা বাড়িতে থাকবেন, একা, এ জীবন লইয়া কি করিব না ভেবে পাড়া লাগোয়া বস্তির বাচ্চা মেয়েটাকে একটা চকোলেট কিনে দেবেন। প্রিয়জনের গণ্ডিটা বাড়াবেন। সন্তের নাম নিয়ে হাত দু'টো মেলে ধরবেন আরও একটু। বরাবরের মতো। আর যাকে খুশি তাকেই এক গাল হেসে বলবেন, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে।

ইহাতে দোষ নাই।

amlankusum@gmail.com